ভূমিকা

ভাষা এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। এই ভাষা হল সামাজিক মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বলা যায়, যে কোনো ভাষিকতত্ত্ব মাত্রই সামাজিক । আর ভাষা যেহেতু একটি সামাজিক মাধ্যম সেহেতু সমাজের রীতি, সংস্কার, সংস্কৃতির মতো ভাষাও বৈচিত্র্যময় ও নিত্য পরিবর্তনশীল। ভাষাকে যে সবসময় সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে তা আজ সর্বজনবিদিত। তাই ভাষা সংগঠনের ওপর সমাজ সংগঠন সব সময়ই প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের যেমন বিভিন্ন শ্রেণি ও বিভাগ রয়েছে বিষয়ানুযায়ী, ঠিক তেমনই সেই সব শ্রেণিভেদে ভাষার বিভিন্নতাও লক্ষ করা যায়। একজন রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে একজন অটোর ড্রাইভারের ভাষায় যেমন পার্থক্য দেখা যায়, তেমনই নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-নিরক্ষর, কিশোর-প্রৌঢ়, হিন্দু-মুসলমান, শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমাজের দ্বারা তৈরি বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ভাষাভেদ রয়েছে। যা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাটি ১৯৯২ সালের ১ এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত ছিল। এই অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নিয়ে গবেষণা করেছেন সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী ‘পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা’ শিরোণামে। জীবন কুমার ঘোষ ‘উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে অভিবাসিত চলন বিল অঞ্চলের কথ্যভাষা’ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এছাড়া দুই একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরকে কেন্দ্র করে। সে সবই উপভাষা চর্চার নমুনা। দিন বদলায়। ‘উপভাষা’ ব্যাপারটি ক্রমশ ভিত্তিহীন হতে শুরু করে। ‘সমাজভাষাবিজ্ঞান’ নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরে তো দূরের কথা গোটা রাজ্যেই সেইরকম কাজ হয় নি। লিঙ্গ, অপরাধজগৎ নিয়ে দুই-একটি কাজ চোখে পড়লেও সামগ্রিকভাবে কোনো কাজ চোখে পড়ে না। আমরা তাই সমাজের নির্দিষ্ট একটি শ্রেণিকে নিয়ে কাজ না করে বিভিন্ন শ্রেণিকে নিয়ে একটি সামগ্রিক কাজে হাত দিই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মীর রেজাউল করিমের উৎসাহে। কাজে হাত দেওয়ার পরই অনুভব করি এক ‘নিকিনারা দরিয়া’ য় পড়েছি যেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দেশের বহু বই পড়ে শেষে কিনারা খুঁজে পাই। কিন্তু বিষয়টির ব্যাপকতা এত বেশি যে, বুঝতে পারি সমাজের একেকটি শ্রেণি নিয়েই গবেষণার রসদ শুধুমাত্র একটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই যে পরিমাণ ছড়িয়ে রয়েছে, তাতেই একটি করে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্র তৈরি করা সম্ভব। একটি মহকুমার ওপর কাজ করব — এই আয়তনগত সীমাবদ্ধতা ও সংকোচ আমার দূর হয়ে যায়।

আমার হাতের কাছে সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে সামগ্রিকভাবে কাজ করা যায় কীভাবে তার কোনো নিদর্শন ছিল না। ফলে উপাত্তগুলি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার পরও বিন্যস্ত করার কোনো পথ

পাচ্ছিলাম না। সেই সময় ড. সাইফুল্লার নারী ভাষা নিয়ে কাজ করা অভিসন্দর্ভটি হাতে পাই । যা আমার ভীষণ কাজে লাগে। তবে সেই গবেষনাটি শুধুমাত্র নারীভাষার ওপর ছিল বলে আমাকে তা সমস্ত বিষয়ের পথ দেখাতে পারে নি। সেইসব ক্ষেত্রে আমি নিজের মতো করে বিষয়কে বিন্যস্ত করেছি।

অসম্পূর্ণতা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে। তবু আমি সাধ্যমত প্রচেষ্টা করেছি। সমাজভাষাবিজ্ঞান একটি নতুন গঠনশীল বিষয়। বিষয়টির পূর্ণতা আসতে এখনো অনেক দেরি। সেই পূর্ণতা আনতে যদি আমার অভিসন্দর্ভটি বিন্দুমাত্রও ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তবে আমি আমার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করব।

আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকদের কাছে। তারা যেভাবে সময়ে অসময়ে আমার অন্যায় আবদার সহ্য করেছেন নীরবভাবে এবং বিশেষত জেলার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যগুলি ব্যবহার করতে দিয়েছেন, তাতে প্রত্যেককে অকুণ্ঠচিত্তে ধন্যবাদ জানাই। ড. সাইফুল্লার অপ্রকাশিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ ‘উত্তর ২৪ পরগণার নারী-ভাষা’ এবং ড. জীবন কুমার ঘোষের অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ ‘উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে অভিবাসিত চলন বিল অঞ্চলের জনগণের কথ্যভাষা ঃ একটি ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা’ - এই দুইটি গবেষণাপত্র উক্ত গবেষকেরা ব্যবহার করতে না দিলে আমি হয়তো আমার কাজ সম্পূর্ণই করতে পারতাম না। এই জন্য ড. সাইফুল্লা ও ড. জীবন কুমার ঘোষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও Damien John Hall এর ২০০৮ সালে প্রকাশিত Pennsylvania University তে উপস্থাপিত Dissertation 'A Sociolinguistics study, of the Regional French of Normandy'- গ্রন্থটি আমার সবিশেষ কাজে লেগেছে। বর্তমান সময়ের গবেষণার বিভিন্ন অজানা পদ্ধতি ও পন্থা আমি সেই গ্রন্থ থেকে জানতে পেরেছি। সেই জন্য Damiea John Hall কেও ধন্যবাদ জানাই।

উপর্যুক্ত গ্রন্থাগারিক, গবেষকেরা ছাড়াও যারা আমাকে ভালোবাসা, স্নেহ ও প্রশ্রয় দিয়ে এই গবেষণা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছে তাদের মধ্যে স্ত্রী গৌরী, মেয়ে আরোহী ও মায়ের আত্মত্যাগ ভোলবার নয়। স্ত্রীকে শুধু নর্মের নয়, কর্মেরও সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি। সংসারের সাতসমস্যা সে আমাকে আঁচ করতেও দেয়নি।এছাড়াও প্রতিবেশিরা যেভাবে আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে নিত্য আমাকে গবেষণার সময় বের করে দিয়েছেন, তাতে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। পরিবেশকে মনোরম ও শান্ত রাখার জন্যেও তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। যা নইলে গবেষণাকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত না।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেককেও অজস্র ধন্যবাদ জানাই।

সর্বোপরি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মীর রেজাউল করিম, যাঁর উৎসাহ, প্রেরণা ও তত্ত্বাবধান একজন সাধারণ ছাত্রকে গবেষক করে তুলেছে তাঁকে শত সহস্র ধন্যবাদ জানাই। তাঁর ভাষাবিজ্ঞানের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া ক্লাসগুলি আমাকে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী করে তোলে। সেই ক্লাসগুলিতে উপস্থিত থাকার সুযোগ না পেলে কোনোদিনই এই বিষয়ে গবেষণা করতে পারতাম না। তাই পুনর্বার তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।